গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ৭।১।৩০॥

"কামে গোপীগণ, ভয়ে কংস, দ্বেষে শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ, সম্বন্ধে যাদবগণ, স্নেহে তোমরা অর্থাৎ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি এবং ভক্তিতে আমরা অর্থাৎ নারদ প্রভৃতি ; এস্থলে গোপী বলিতে পূর্ব্বে যাঁহারা সাধন করিয়া গোপীদেহ ও গোপীভাব লাভ করিয়াছেন, সেই সকল গোপীগণেরই পূর্ব্বাবস্থা অবলম্বন করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন শ্রীনারদ পূর্ব্বে দাসীপুত্র ছিলেন, পরে "প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং" এই ১।৬ অধ্যায়োক্ত রীতি অনুসারে দেবর্ষি নারদকে শ্রীভগবান মায়াগুণ অস্পৃষ্ট বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক পার্ষদদেহে প্রবেশ করাইলে প্রারব্ধ কর্ম্মের পরিসমাপ্তি যে দেহের হইয়াছে, সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ হইয়াছিল। এই অভিপ্রায়েই "বয়ং" অর্থাৎ আমরা ভক্তিতে লাভ করিয়াছি—এইরূপ পূর্ব্বাবস্থা অবলম্বন করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এস্থলে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের সেই দাসী পুত্র অবস্থাতে বৈধীভক্তি ছিল। অধুনা অর্থাৎ পার্ষদদেহ প্রাপ্তির পর শ্রীভগবানে রাগভক্তি লাভ করিয়াছেন। যেহেতু ১১।২০।১৬ শ্লোকে শ্রীভগবান শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—হে উদ্ধব! আমাতে যাহারা একান্ত ভক্ত, তাহাদের গুণ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত আচরণ, দোষ অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ হইতে গুণ অর্থাৎ পুণ্য বা পাপ উৎপত্তি হয় না। যেহেতু তাহাদের কোন বিষয়ে রাগ, দ্বেষ বা অভিনিবেশ নাই। অতএব তাহারা সমচিত্ত, যেহেতু তাহারা প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।" যতদিন পর্য্যন্ত বিহিত অনুষ্ঠানরূপ গুণে এবং অবিহিত অনুষ্ঠানরূপ দোষে দৃষ্টি থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই দোষ। গুণ কিন্তু উভয় বর্জ্জিত, অর্থাৎ কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বুদ্ধিশূন্য হইয়া স্বাভাবিক শ্রীভগবদাবেশ। এই নীতি অনুসারে শ্রীনারদের পার্ষদদেহ প্রাপ্তির পর বিধির অধীনতা শূন্য রাগাত্মিকা ভক্তিই ছিল। এই অভিপ্রায়েই "তদ্‌গতিং গতাঃ"—এইপ্রকার উক্তিতে তাঁহাদের অর্থাৎ সাধকচরীগোপী কংস, শিশুপাল প্রভৃতির ফল অর্থাৎ অভীষ্টা গতিরূপ ফলপ্রাপ্তির অতীতকালই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই রাগানুগা প্রকরণে সেই সকল সাধকচরী গোপীকাগণের মত আধুনিকী সাধকচরীগণও প্রাপ্তগোপীদেহ গোপীকাগণের গুণাদি শ্রবণের দ্বারাই গোপীভাব লাভ করিতে পারিবেন—ইহাই বুঝান হইয়াছে। যেমন ১০।৯০।২৬ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—"সেই সকল মহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ ভাব থাকা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। যে শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ-গুণাদির কথা শ্রবণমাত্রে বলপূর্ব্বক স্ত্রীগণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। অথবা বহুপ্রকারে যে